দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 07 MAY 2007
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# যমুনার চরের হতদরিদ্র শিশুদের মাঝে শিক্ষা বিস্তারে কাজ করে চলেছে মানবমুক্তি

॥ আমিনুল ইসলাম চৌধুরী ॥

সবার হাতে রং বেরংয়ের কাঠি। আর এ কাঠি বাজিয়ে ওরা গননা শেখে! ক্লাসে গান গেয়ে অক্ষর শেখে। অক্ষর লেখে স্লেটে। নাচ গানের মাধ্যমে শিশুদের ৫ ঘন্টা ধরে রাখা হয় পাঠশালায়। শিশুরা পাঠশালায় মেঝেতে বসে লেখে। অক্ষর শিক্ষার সাথে স্বাস্থ্য শিক্ষাসহ তাদের বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কেও শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। ৫ম শ্রেণীর পর পাঠশালায় কম্পিউটার শিক্ষা দেবার পরিকল্পনাও রয়েছে মানব মুক্তি সংস্থার। চর জীবিকায়ন প্রকল্পের আওতায় ডিএফআইডি, কেয়ার এবং বাংলাদেশ সরকার আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। মানবমুক্তি সংস্থার পরিচালক হাবিবুল্লা বাহার জানান, শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত চরবাসীকে আলোকিত করতে মানবমুক্তি সংস্থা যমুনা নদী পাড়ের চৌহালী, শাহজাদপুর, সদর উপজেলার দুর্গম চর উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সিরাজগঞ্জের চৌহালী উপজেলার দুর্গম চরে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা মানব মুক্তি সংস্থা উপ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ১০টি পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারের শিশুদের এইভাবে শিক্ষা দিচ্ছে। ৬ থেকে ১০ বছর বয়সি এই শিশুকে স্কুলমুখী করতে তাদের ক্লাসে খাবার পরিবেশন করা হয়। দেয়া হয় স্কুল পোশাক। স্কুল থেকেই ছাত্রদের হাতে তুলে দেয়া হয় রং বেরংয়ের কাঠি ও রঙ্গিন পেন্সিল। কোন ছাত্রই পাঠশালায় অনুপস্থিত থাকে না। প্রথম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পযন্ত এ ভাবেই শিশুরা বেড়ে উঠছে। চরের মানুষ ছয় মাস বন্যার পানিতে ভাসে। মানবমুক্তি বানভাসি শিশুদের নিরাপদে নৌকায় নিয়ে আসে তাদের পাঠশালায়। পাঠশালাগুলোও বন্যামুক্ত করে স্থাপন করা হয়েছে। সরেজমিনে চৌহালীর দুর্গম চরের মানবমুক্তি সংস্থা পরিচালিত মুরাদপুর, তেঘরি, কোচগ্রাম, বারবালা, বোয়ালকান্দি, বরঙ্গাইল দুর্গম চরের এই উপ আনুষ্ঠানিক পাঠশালার ৬ থেকে ১০ বছর বয়সি ছাত্র রিপন, শিল্পী, সুমনা, মোমেনা, আলোমতি, সুজাব আলী, শাহজাহান, বুদ্ধু, ফরিদুল, কাওছার প্রতিদিনের মত সকাল ১০ টার মধ্যে চর পাড়ি দিয়ে তাদের প্রিয় স্কুলে আসে।

লেখাপড়ায় সবাই ভাল। পাঠশালার ছাত্ররা এখন স্বাস্থ্য সচেতন। দুর্গম চরের সরকারী ও বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলের স্থায়ী ঠিকানা নেই। নদীর ভাঙ্গনে গ্রাম জনপদ বিলীন হচ্ছে। ভাঙ্গনের কবলে বেশীরভাগ স্কুল স্থানান্তর করা হয়। ভাঙ্গনে চরের মানুষও স্থায়ী বসতি গড়ে তুলতে পারে না। চর জাগলে নদী ভাঙ্গা বাস্তুহারা মানুষ যেমন পারে বসতি গড়ে তোলে। অনুসন্ধানে জানা যায়, চৌহালী উপজেলায় সরকারি ও বেসরকারি প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা ১২৩টি টি। যমুনা নদীর অপ্রতিরোধ্য নিষ্ঠুর ভাঙ্গনে গত ৫ বছরে ৫৬টি স্কুল নদীবক্ষে বিলীন হয়েছে। এসব স্কুল অন্যাত্র স্থানান্তর করা হয়। স্কুলগুলো চর গ্রাম থেকে ৩।৪ মাইলের ব্যবধানে প্রতিষ্ঠিত। ফলে দুর্গম চরের শিশুরা স্কুলে যাওয়ার আগ্রহ দেখায় না। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। মানবমুক্তির পাঠশালায় আসে দরিদ্র-হতদরিদ্র পরিবারের শিশুরা।